যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

কুলাউড়ায় এক মাদ্রাসা শিক্ষকের জালিয়াতি

কুলাউড়া প্রতিনিধি

কুলাউড়া উপজেলায় একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের জালিয়াতিতে গোটা উপজেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের ইসলামাবাদ গ্রামের মৃত আফতাব মিয়ার পুত্র মোঃ মঈন উদ্দিনের জালিয়াতি করে ৭ বছর ধরে শ্রীপুর জালালীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে আসছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মৌলভী মঈন উদ্দিনের '৮৯ সালে শ্রীপুর মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হন। পরবর্তী বছর একই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। আবার '৯১ সালে মাদ্রাসার নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। জানা যায়, তার সংগৃহীত সব সার্টিফিকেটই জাল। এলাকাবাসী তার চাকরির বৈধতা নিয়ে প্রশাসনের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে, যা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। মৌলভী মঈন উদ্দিনের বাড়ি বরমচাল ইউনিয়নে হলেও সম্প্রতি শিক্ষা সার্টিফিকেটের মতো ইউনিয়ন সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের কাজী হিসাবে নিয়োগ পান আগস্ট মাস থেকে। নিয়োগ প্রাপ্তির আগে ব্রাহ্মণবাজারে কোন কাজী নেই বলে মন্ত্রণালয়কে জানান। অথচ ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নে একেএম বদরুল হক নামে সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কাজী রয়েছেন। মৌলভী মঈন উদ্দিনের এ প্রতারণা ব্রাহ্মণবাজার, বরমচাল তথা গোটা কুলাউড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এদিকে পুরনো কাজী একেএম বদরুল হক ও নতুন কাজী মঈন উদ্দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণবাজারের কাজী অফিসে চলছে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। এ নিয়ে যে কোন সময় মুখোমুখি সংঘর্ষের আশংকা করছেন ব্রাহ্মণবাজারবাসী।